সংবাদ

তারিখ 27 DEC 2017
পৃঃ ১ কলাম ৩

এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলনে শিক্ষকরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এমপিওভুক্তির দাবিতে এবার লাগাতার আন্দোলনে নেমেছেন নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। গতকাল সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি শুরু হয়। এতে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা নন-এমপিও স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারী অংশ নিয়েছেন। নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। সংগঠনটির দাবি, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে হবে। অন্যথায় তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গোলাম মাহমুদুন্নবী ডলার বলেন, সারাদেশে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে পাঁচ হাজার ২৪২টি। এগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৭৫ হাজার। তাদের অনেকে ১০ থেকে ২২ বছর বিনা বেতনে চাকরি করছেন। বেতনভাতা না পেয়ে ওইসব শিক্ষক মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এ জন্য তারা এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার দাবি নিয়ে এসেছেন।

শিক্ষক নেতারা জানান, এখন অবস্থান কর্মসূচি হলেও পরে এটা অনশনে রূপ নিতে পারে। এই কর্মসূচি লাগাতারভাবে চলবে। দীর্ঘ ১০ থেকে ১৫ বছর বিনা বেতনে তারা শিক্ষাদান কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন আন্দোলনে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

আন্দোলনে : শিক্ষকরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ কারণে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে তাদের। তাই শিক্ষার মান ধরে রাখা যাচ্ছে না। এমপিওভুক্তির ঘোষণা না আসা পর্যন্ত লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন তারা। দাবি পূরণ না হলে ১ জানুয়ারি সারাদেশে বই উৎসবেও অংশ না নেয়ার হুমকি দিয়েছেন শিক্ষকরা।

সর্বশেষ ২০১০ সালে এক হাজার ৬২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছিল সরকার। এরপর আট বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। ২০১০ সালের আগে এই কার্যক্রম বন্ধ ছিল ছয় বছর। বর্তমানে এমপিওভুক্তির দাবি জানিয়েছে সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাড়ে আট হাজার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা দাবি করছেন, এমপিওভুক্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট না দেয়ায় তারা এমপিও দিতে পারছেন না।

দু'জন শিক্ষক জানান, নন-এমপিও এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একই নিয়ম নীতি, কারিকুলাম, সিলেবাস ও প্রশ্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তাদের ও নন-এমপিও নিয়োগ পদ্ধতিতেও কোন পার্থক্য ছিল না, বর্তমানেও নেই। তাহলে এই বঞ্চনা কেন?

ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যক্ষ গোলাম মাহমুদুন্নবী ডলার জানান, দেশের ৯৮ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও কারিগরি মাদ্রাসা। এগুলোর প্রায় সবই বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে বিভিন্ন স্তরে পাঁচ-ছয় হাজারের বেশি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে, যা এই স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক-চতুর্থাংশ।